

শিষ্যত্বের বিকাশ

আত্মিক নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য বিষয়সকল

অধ্যয়ন সহায়িকা

খ্রীষ্টীয় মতবাদ

পাঠ্য: চুক্তিসকলের ঈশ্বর

ভূমিকা

এই পাঠটি শিষ্যত্বের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিষয়গুলির একটি, যার শিরোনাম খ্রীষ্টীয় মতবাদসকল। এই পাঠগুলিতে মতবাদগুলি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, যেগুলি আমাদের বিশ্বাসের পক্ষে ভিত্তিমূলস্বরূপ এখানে যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা হলো কিভাবে ভুল মতবাদ আমাদের প্রকৃত বিশ্বাসের উপরে নেতীবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। মতবাদ হলো কতগুলি বিশ্বাসের সমষ্টি যা নির্ণয় করে কিভাবে আমরা আমাদের বিশ্বাস অভ্যাস করি। খ্রীষ্টীয়ানদের পক্ষে ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং পরিত্রাণ সম্বন্ধে সঠিক মতবাদগুলি বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন, বিশেষ করে যখন তারা শিক্ষাদানে এবং শিষ্যত্ব করার কাজে লিপ্ত থাকে। এই মডিউলটি শাস্ত্রের যে সব অংশগুলিতে খ্রীষ্টীয় মতবাদের মূল মতবাদগুলি রয়েছে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখেছে এবং সেইসাথে প্রতিটি মতবাদের সাথে জড়িত যে বিভ্রান্তিকর ও ভুল ধারণাগুলি রয়েছে তাও খতিয়ে দেখে।

এই পাঠের সহায়িকাটির উদ্দেশ্য হলো যেন কোন ব্যক্তি নিজে থেকে কোন একটি পাঠের গভীরে গিয়ে দেখতে পারে। এই পাঠগুলি শিষ্যত্বের জন্য অপরিহার্য অন্য পন্থাগুলির সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন এর জন্য প্রস্তুত করা ভিডিও এবং অডিও গুলি। এর জন্য এই ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করতে পারেন www.debangali.org.

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে। কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর - ৫৬০ ০০১

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019Trans World Radio Canada -র অধীনস্থ। লাইসেন্সের বিষয়ে অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing



খ্রীষ্টিয় মতবাদ

পাঠ ৬: চুক্তির ঈশ্বর

এই বিষয়টি কি নিয়ে ?

এই পাঠ বাইবেলের সেই সকল চুক্তি গুলি নিয়ে লেখা যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। প্রতিটি বিশ্বাসীর কাছে পুরাতন এবং নতুন নিয়মের গুরুত্ব কতখানি, তা এখানে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

যেমনটি আপনার জানা ভালো....

মানুষ হিসাবে আমরা কিভাবে ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি তা ঈশ্বর সমগ্র বাইবেলেই প্রদর্শন করেছেন। তিনি প্রায়শই তা চুক্তির মাধ্যমে করেছেন। বাইবেল দুটি ভাগে বিভক্ত তার একটি হলো তাঁর প্রদত্ত আজ্ঞার উপরে নির্ভর করে, আর অন্যটি তাঁর অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করে মুক্তির কথা বলে। এই পাঠটি মূলত ঈশ্বর যে পদ্ধতিতে চুক্তির মাধ্যমে তাঁর পরিব্রাজকের পরিকল্পনা নিজ প্রজাদের কাছে প্রকাশ করেছেন সেই বিষয়টির উপর কেন্দ্রীভূত। প্রতিটি খ্রীষ্টিয়ানের এই বিষয়টি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তারা পুরাতন আজ্ঞা বা বিধি ব্যবস্থা দ্বারা আবদ্ধ নয় (যা মৃত্যু নিয়ে আসে), কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করতে পারে। অনুগ্রহ কিন্তু পাপ করার জন্য কোন ছাড়পত্র নয় বরং তা আমাদের কাছে আমাদের পাপ প্রকৃতির উপরে বিজয় লাভ করার জন্য সাহায্যার্থে এক দান। অনুগ্রহ কখনো উপায় করা যায় করা না কিন্তু প্রেমে দান করা হয়ে থাকে।

শুরু করা যাক ২.

১.

আপনি কি এমন কিছু প্রতিজ্ঞার কথা বলতে পারেন যা ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বাসীর কাছেই করেছেন? এই মুহূর্তে কোন প্রতিজ্ঞাটি আপনার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান?

২.

পুরাতন নিয়মে এমন কোন কোন আজ্ঞা রয়েছে যা আমরা আর বর্তমানে পালন করি না? কেন করি না? ঈশ্বর কি তাঁর প্রজাদের জন্য যা চান সেই সম্বন্ধে নিজ মন পরিবর্তন করেছেন বলে, না কি এর পেছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে?



পাঠ করুন

- ❖ **চুক্তি বলতে কি বোঝায়?** আমাদের আত্মিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যা অবদান রাখে সেই নির্ভর যোগ্য মতবাদ ধরে রাখতে হলে আমাদের কেবল মাত্র বাইবেলের যে নির্ভরযোগ্যতা তা গ্রহণ করলেই চলবে না, কিন্তু সেই সাথে আমাদের এই বিষয়টি বুঝতে হবে যে তা আমাদের কাছে কি বলতে চায়। বাইবেল ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধ্যে চুক্তি সকলের এক নথি। এর মধ্যে ৬৬ টি পুস্তক রয়েছে, এবং সেটি পুরাতন এবং নতুন নিয়মে ভাগ করা হয়েছে। টেস্টামেন্ট এই মূল শব্দটি অনুবাদ করলে ‘চুক্তি’ বা ‘নিয়ম’ বোঝায়।
 - বাইবেলে চুক্তি শব্দটি প্রতিজ্ঞা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যা কখনো ভাঙ্গা যায় না, এবং প্রায়শই তার সাথে বলিদানের চিহ্ন জড়িত। সেগুলি কখনোই হালকাভাবে নেওয়া হয় নি এবং সেগুলি ভঙ্গ করলে পরিণাম হিসাবে মৃত্যু বা ঈশ্বরের সাথে বিচ্ছিন্ন হবার বিষয়টি দেখা যায়। কিছু কিছু চুক্তি কিছু কালের জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং অন্যগুলি সর্বসময়ের জন্য প্রযোজ্য এবং যারা ঈশ্বরের বাধ্য এবং তাঁকে অনুসরণ করে তাদের জন্য প্রদত্ত।
 - এই বিষয়টি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির সাথে নিজেকে যুক্ত করতে এবং তাদের সাথে আলাপ করতে চুক্তিকে তাঁর পদ্ধতি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। চুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের কাছে কিছু ব্যবহার বা আচরণ প্রত্যাশা করেন এবং আমাদের তার জন্য প্রতিজ্ঞা এবং আশীর্বাদ করে থাকেন। এই চুক্তি সকলের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের পরিব্রাজ্য করার জন্য মনোনীত করেন এবং আমাদের অনন্ত জীবন প্রদান করে থাকেন!
 - ঈশ্বরের চুক্তি সংক্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে এইভাবে বলা যেতে পারে: চুক্তিসকল এমন বিষয় যা ঈশ্বরের মনোনীত পদ্ধতি যেন তিনি তার দ্বারা তাঁর সাথে আমাদের যুক্ত করতে, মুক্তি দিতে এবং নিজ প্রজাদের গৌরবান্বিত করতে পারেন। বর্তমানে আমাদের সাথে ঈশ্বরের যে সম্পর্ক তা নতুন নিয়মে খ্রীষ্টের মাধ্যমে যে চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার দ্বারা নির্ণীত হয়।
- ❖ **বাইবেলের চুক্তি সকল:** বাইবেলের সমস্ত চুক্তিগুলিই স্পষ্টরূপে নিজ প্রজাদের জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা তা বর্ণনা করে। “চুক্তি করা” এই বাক্যটির আসল অর্থ হলো বলিদানের জন্য মাংস কাটা। নতুন নিয়মে প্রভু যীশু নিজেকে বলি রূপে উৎসর্গ করে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কযুক্ত করেছেন। নিম্নে চুক্তির কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো তা ঈশ্বরের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক তা বুঝতে এবং আমাদের জন্য তাঁর যে প্রেম তা জানতে সাহায্য করবে।
 - ঈশ্বর এবং নোহের মধ্যে চুক্তি: আদিপুস্তকের প্রারম্ভে ঈশ্বর দেখলেন যে তাঁর সৃষ্টি তাঁর সাথে যে সম্পর্ক ছিল সেখান হতে পতিত হয়েছে, আর তাই তিনি চাইলেন যেন তা পুনরুদ্ধার হয় (আদিপুস্তক ৬:১১-১২)।

নোহর সাথে ঈশ্বরের চুক্তি	
প্রতিজ্ঞাগুলি কি ছিল? (আদিপুস্তক ৬:১৮, আদিপুস্তক ৯:৯-১১)	
শর্তগুলি কি ছিল? (আদিপুস্তক ৬:১৩-১৪, ১৮)	
কোন চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল? (আদিপুস্তক ৯:১২-১৭)	
কারণ জন্য এই চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল? (আদিপুস্তক ৯:৯-১০, ১৫)	



ঈশ্বর এই চুক্তি ব্যবহার করে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন যে পাপ কেবল ধ্বংস নিয়ে আসে এবং তিনি কখনোই দুষ্টতা সহ্য করবেন না। এর মধ্যে দিয়ে এই বিষয়টি প্রদর্শিত হয় যে পাপ করলে অবশ্যই তার জন্য শাস্তি পেতে হবে, এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে, বলিদান, বিশ্বাস এবং বাধ্যতার প্রয়োজন। বাধ্যতার জন্য আশীর্বাদ রয়েছে, আর অবিশ্বাসের জন্য আছে অভিশাপ।

- ঈশ্বর এবং অব্রাহামের মধ্যে চুক্তি: কিছু সময় পরে ঈশ্বর একজন মানুষকে এক জাতির জনক হিসাবে মনোনীত করেছিলেন যাঁর সাথে তিনি বিশেষ সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন এবং যাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির সাথে ক্রিয়াকর্ম ব্যবহার করতে চান এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তা লক্ষ্য করা যায়, এবং নোহের সাথে তিনি যেভাবে চুক্তি করেছিলেন তার মধ্যে প্রতিজ্ঞা এবং শর্ত ছিল। এই বিশেষ জাতির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর সকল মানুষকে আশীর্বাদ করবেন।

অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি	
প্রতিজ্ঞাগুলি কি ছিল ? (আদিপুস্তক ১২:১-৭,১৫ ২-৬)	
শর্তগুলি কি ছিল ? (আদিপুস্তক ১৫:৬,১৭ ১-২)	
চিহ্নগুলি কি ছিল ? (আদিপুস্তক ১৭:৯-১৪)	
কর জন্য তা দেওয়া হয়েছিল ? (গালাতীয় ৩:২৯)	

- আমরা যারা খ্রীষ্টের, তারা আত্মিক দিক দিয়ে অব্রাহামের বংশধর, এবং ঠিক অব্রাহামের মতোই আমরা ধার্মিক গণিত হই, কারণ তিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রতিজ্ঞাতে বিশ্বাস করেছিলেন; আর তাই আমরাও খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ধার্মিক গণিত হই।
- এই চুক্তিতে আমরা চুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান হিসাবে পশু বলি দেওয়ার বিষয়টি দেখতে পাই। ঈশ্বর অব্রাহামকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন দুটি পক্ষী এবং তিনটি পশু হত্যা করে তা অর্ধেক করে তার দুটি খন্ড পৃথক ভাবে রাখতে। সাধারণত এই অনুষ্ঠান দুই ব্যক্তির মধ্যে করা হতো (আদিপুস্তক ১৫: ৯-১৭) । চুক্তি কারী উভয় দলকে সেই দুই খন্ড পশুর মধ্যে দিয়ে গমন করতে হতো এবং তা এই চিহ্ন হিসাবে ছিল যে যদি কেউ চুক্তি লঙ্ঘন করে তবে সে অনুরূপভাবে দুটি খন্ডে খণ্ডিত হবে (যিরমিয় ৩৪:১৮-১৯ পদটিতে এই প্রক্রিয়ার উল্লেখ রয়েছে)।
- অব্রাহামকে অবশ্য দুইখন্ডে খণ্ডিত বলিদান করা পশুর মধ্যে দিয়ে গমন করতে হয় নি। কেবল মাত্র ঈশ্বর একাই তাঁর মধ্যে দিয়ে গমন করেছিলেন, এবং এর দ্বারা তিনি এই বিষয়টি বুঝিয়েছিলেন যে তিনি উভয় পক্ষের দায়িত্ব নিচ্ছেন। ঈশ্বর এই প্রদর্শন করেছিলেন যে যদি চুক্তি লঙ্ঘন করা হয় তবে তিনি নিজে তার জন্য বলি যোগাবেন (যা ক্রুশে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছিল)।



- মোশির সাথে ঈশ্বরের চুক্তি: অব্রাহামের বংশ যখন বৃদ্ধি পেল তখন তা এক জাতির রূপ ধারণ করল। ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে তাঁর প্রজাদের সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। ঈশ্বর তাদের দাসত্ব হতে বার করে কনান দেশে নিয়ে আসার জন্য মোশিকে মনোনীত করলেন, যেখানে তারা এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত হবে।

মোশির সাথে ঈশ্বরের চুক্তি	
প্রতিজ্ঞাগুলি কি ছিল? (যাত্রাপুস্তক ১৯:৫-৬, দ্বিতীয় বিবরণ ১১ ১৩-১৪)	
শর্তগুলি কি ছিল? (যাত্রাপুস্তক ১৯:৭-৮, যাত্রাপুস্তক ২৪ ৭, লেবীয় পুস্তক ১৮:১-৫)	
এর জন্য কোন চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল? (যাত্রাপুস্তক ৩১:১২)	
এর উদ্দেশ্য কি ছিল? (যিরমিয় ৩১:৩১-৩৪)	

- নিজ প্রজাদের জন্য মোশির কাছে ঈশ্বর আজ্ঞাগুলি দিয়েছিলেন, তার দ্বারা ঈশ্বরের মনোনীত প্রজা হিসাবে ইস্রায়েলকে কেমন হতে হবে সেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। গার্হস্থ্য আজ্ঞাগুলি তাদের জাতি হিসাবে গঠন করেছিল, এবং ধর্মীয় আজ্ঞাগুলি তাদের ঈশ্বরের আরাধনা এবং ব্যবহারিক জীবনে ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস প্রদর্শনের জন্য দেওয়া হয়েছিল।
 - আজ্ঞা বা বিধি ব্যবস্থা প্রদান করার উদ্দেশ্য ছিল তারা যে জাতিগণের মধ্যে বাস করতো তাদের হতে পৃথক করা, এবং সেই সাথে পাপ কি তা জানানো এবং তাদের যে ঈশ্বরকে প্রয়োজন সেই বিষয়টি স্পষ্ট করা। ব্যবস্থা কখনোই কাউকে পরিত্রাণ দিতে সমর্থ ছিল না। তথাপি এর দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম চালু করা হয়েছিল যেন তারা তা পালন করে তাদের বিশ্বাস প্রদর্শন করে।
 - ইস্রায়েলীয়রা অবশ্য এই চুক্তি রক্ষা করতে পারে নি। বস্তুত এটি আসার সময়ই তা ভাঙা হয়েছিল! কিন্তু ঈশ্বর ক্ষমাশীল এবং তাদের প্রতি করুণাবান ছিলেন। যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭ দেখুন। ঈশ্বর সেই চুক্তির নীবকরণ করতেই থাকলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে এক নতুন চুক্তি তিনি কোন একদিন দেবেন, যেখানে পুরানোগুলি তার ছায়া স্বরূপ হয়ে পড়বে- এমন এক নিয়ম তিনি দেবেন যা ভঙ্গুর প্রস্তর ফলকে নয় কিন্তু তা আমাদের হৃদয়ে লিখে দেবেন।
- দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি: এই চুক্তি পুরাতন এবং নতুন চুক্তির মধ্যকার অবস্থায় দেওয়া। এটির মধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে ঈশ্বরের রাজ্য চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে (২ শমুয়েল ৭:৮-১৬)। এর মূল দায়ূদের রাজ্যে পাওয়া যায় এবং যদিও বহু অবাধ্য রাজা সেই বংশে জন্মেছিলেন, যীশু (যিনি ঈশ্বরের পুত্র, তিনি দায়ূদ কুলে জন্মেছিলেন) তিনি রাজার রাজা এবং প্রভুদের প্রভু হয়েছিলেন যার রাজ্যের কখনো শেষ হবে না।

দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি	
প্রতিজ্ঞাগুলি কি ছিল? (১ বংশাবলি ১৭:১১-১৪)	
শর্তগুলি কি ছিল না কি সেখানে কোন শর্ত ছিল না?	
এর জন্য কোন চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল?	ইস্রায়েলের প্রজাদের সংরক্ষণ
কার জন্য তা দেওয়া হয়েছিল	দায়ূদের বংশধরদের এবং সমস্ত পৃথিবীর জন্য।



- ঈশ্বরের প্রজারা এক রাজা চেয়েছিল। ঈশ্বর তাদের কাছে এক রাজ্য আসবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে রাজ্য মানুষকে তাঁর প্রতি ফিরিয়ে আনবে (গীতা ৮৯:৩৬-৩৭, গীতসংহিতা ৭২:৫, ৮, ১৭, লুক ১:৩৩, প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫)।
 - এই চুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর পূর্বের চুক্তিতে যে প্রতিজ্ঞাগুলি করেছিলেন তার উল্লেখ করেছিলেন (২শময়েল ৭:১০-১৩) এবং তার পর এই প্রতিজ্ঞাগুলিকে বিস্তারিত করে একটি রাজ্যের বর্ণনা করেছিলেন, যা তার সম্ভান শলোমনকে অতিক্রম করে যাবে এবং তা অনন্তকালীন হবে।
 - দায়ুদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তিতে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর রাজ্য অনন্তকালীন হবে, যখন মশীহ যীশু মানবরূপে পৃথিবীতে প্রবেশ করবেন, নিজ প্রাণ সকল পাপীর মুক্তির মূল্যরূপে দেবেন, এবং তিনি মৃত্যু হতে পুনরুত্থিত হয়ে এই বিষয়টির নিশ্চয়তা দেবেন যে তাঁর রাজ্য অনন্তকালীন রাজ্য।
- নতুন চুক্তি: পুরাতন নিয়মের চুক্তিগুলির সবই এক নতুন নিয়মের দিকে নির্দেশ করে যা ঈশ্বর মানুষের সাথে পূর্বে যে চুক্তিগুলি করেছিলেন তা পূর্ণ করবে এবং বাতিল করবে। এই বিষয়টির প্রতিজ্ঞা যিরমিয় ৩১:৩১-৩৩ পদে রয়েছে।

নতুন নিয়ম	
প্রতিজ্ঞাগুলি কি ছিল? (যিরমিয় ৩১:৩১-৩৪)	
শর্তগুলি কি ছিল? (যোহন ১১:২৫, প্রেরিত ১৬:৩১)	
কোন চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল? (১করিন্থীয় ১১:২৬), প্রেরিত ২:৩৮)	
কারণ জন্ম তা ছিল?	সমগ্র জগতের জন্য- যারাই খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে।

- এই চুক্তি আংশিকভাবে পূর্বের চুক্তির সাথে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে- অব্রাহামের বংশের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ লাভ করবে। যীশু খ্রীষ্ট অব্রাহামের বংশধর ছিলেন, এবং কেবল তাঁর মাধ্যমেই সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। প্রভু যীশু এসেছিলেন মোশির আজ্ঞা পূর্ণ করতে (মথি ৫:১৭) এবং নিজে বলিস্বরূপ হতে, যাতে পূর্বের চুক্তিসকলের যে শর্তগুলি ছিল তা পূর্ণ হয় (ইব্রীয় ৯ ১৫)।
- আজ্ঞাসকল এখন প্রস্তর ফলকে না লিখে তা আমাদের হৃদয়ে লেখা রয়েছে। ঈশ্বর আমাদের এক নতুন অন্তঃকরণ এবং তা পালন করার জন্য সক্ষমতা প্রদান করেন, তা আমাদের শক্তির উপরে ভিত্তি করে নয় কিন্তু আমাদের মধ্যে তাঁর ক্ষমতার বলে সম্ভব। বাধ্যতা আমাদের তাঁর প্রতি প্রেমের এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের এক বাহ্যিক চিহ্নস্বরূপ, তা চুক্তির শর্তস্বরূপ নয়।
- পুরাতন চুক্তি অনুসারে যেমন বলিদান করা হতো, অনুরূপ ভাবেই যীশু খ্রীষ্ট নতুন নিয়ম শুরু করার জন্য বলিস্বরূপ হলেন। তিনি পূর্বের যে বিধি ব্যবস্থা ছিল তা পূর্ণ করে সমাপ্ত করলেন, যাতে ঈশ্বরের সাথে আমাদের নতুন শর্ত অনুসারে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
- নতুন চুক্তিতে এটি হলো আমাদের বিশ্বাস (যে ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে বিধি ব্যবস্থার যে শর্তগুলি তা পূর্ণ করেছেন) এবং তার জন্য আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক গণিত হই। আমরা আমাদের কর্মের ফলে পরিভ্রাণ অর্জন করি না কিন্তু তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে পেয়ে থাকি।



- ❖ **সমগ্র ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের মুক্তির কাজ:** ঈশ্বর সর্বসময় পরিকল্পনা করে থাকেন কিভাবে তাঁর প্রজাদের উদ্ধার এবং পরিত্রাণ করা যায়। প্রতিটি চুক্তি, যা তিনি তাঁর প্রজাদের সাথে করেছেন তা বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের পুনরুদ্ধার করেছে।

- **ঈশ্বরের ইতিহাস:** ঈশ্বর এবং তাঁর প্রজাদের ইতিহাস পর পর কৃত চুক্তি অনুসারে বলা যায়। এদোন উদ্যানে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্গনের মাধ্যমেই পাপ সমগ্র জগতের মানুষের কাছে প্রবেশ করেছিল। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল নিজের জন্য এক প্রজাবর্গ সৃষ্টি করার, যাদের তিনি মৃত্যুর অভিশাপ হতে মুক্ত করবেন। এই পরিকল্পনা নানা চুক্তির মাধ্যমে নানা ধাপে সাধিত হয়েছে।

এদোন→	নোহ→	অব্রাহাম→	ইস্রায়েল→	মন্ডলী
সমগ্র মানুষ →	একটি মানুষ→	একটি পরিবার→	একটি জাতি→	সমস্ত মানুষ

- **ঈশ্বরের চুক্তির সম্পর্ক:** ঈশ্বর কিভাবে আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হন সেই বিষয়টি যখন আমরা অধ্যয়ন করি তখন আমরা জানতে পারি তিনি কে এবং তিনি আমাদের কাছ হতে কি চান। চুক্তি দুটি দলকে একটি উদ্দেশ্যে একত্রে আনে, এবং তাদের সম্পর্ক অন্য সব কিছু ছাড়িয়ে যায়। স্মরণ করুন ঈশ্বর তাঁর মহান প্রেমের কারণে তাঁর প্রজাদের সাথে চুক্তি করেছিলেন। যখন আমরা আমাদের দিক থেকে চুক্তির দিকটি রক্ষা করতে পারলাম না (আজ্ঞা) এবং মৃত্যু আমাদের প্রাপ্য হল, তখন ঈশ্বর তা দেখে সেই শাস্তি নিজের উপরে নিয়ে নিলেন (১ পিতর ২:২৪)।
- **প্রতিজ্ঞাসকল:** যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর করেছেন তা রক্ষা করার শক্তি ঈশ্বরের রয়েছে। তার প্রতিটি সত্য হয়ে দাঁড়ায়! ঈশ্বর তাঁর চুক্তির মাধ্যমে আমাদের কাছে তাঁর বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে থাকেন। সকল প্রতিজ্ঞাই তিনি যীশু খ্রীষ্টে পূর্ণ করে থাকেন (২ করিন্থীয় ১:১৯-২০, গীতসংহিতা ১০৫:৮)।
- **নিয়ম এবং অনুগ্রহ:** খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের অবশ্যই বোঝা কর্তব্য যে বর্তমানে ঈশ্বরের সাথে আমাদের যে চুক্তি তা হলো নতুন নিয়ম। আমরা পুরাতন নিয়মের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত। আমাদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা হলো অনন্ত জীবন এবং পবিত্র আত্মার দান (ইফিষীয় ২:৮-৯)।
- ❖ **ঈশ্বরের চুক্তির মতবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলি:** ঈশ্বরের চুক্তি সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে, যা আমাদের আত্মিক বৃদ্ধি ব্যাহত করতে পারে। আমাদের সাবধান হতে হবে যেন আমরা সেই ভুলগুলি না করি:

- **প্রথম ভুল- পুরাতন নিয়ম অপ্ৰাসঙ্গিক :** পুরাতন নিয়মে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা যদি অবজ্ঞা করি তবে ভুল করা হবে। এ কথা সত্যি যে বর্তমানে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক নতুন নিয়ম দ্বারা নির্গীত হয়, তথাপি পুরাতন নিয়ম হতে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য অনেক বিষয় রয়েছে। নিয়ম এবং যে বিধি ব্যবস্থার কথা পুরাতন নিয়মে লেখা রয়েছে তা আমাদের অবিবাহক বা শিক্ষক হিসাবে কাজ করে, এবং তা আমাদের পাপ প্রকৃতি প্রদর্শন করে এবং দেখায় যে আমাদের পরিত্রাণ পাবার প্রয়োজন রয়েছে সমগ্র বাইবেলটি বিশ্বাসীদের কাছে দরকারী এবং উপকারী

○ (২ তীমথিয় ৩ ১৬, গালাতীয় ৩:২৪)

- **দ্বিতীয় ভুল- পুরাতন নিয়মের নিয়মগুলি এখনও প্রযোজ্য:** কিছু কিছু মানুষ এমন ভাবে জীবন যাপন করে থাকে যেন পুরাতন নিয়মের প্রতিটি আজ্ঞা এবং তার অভিশাপ (মোশির প্রদত্ত আজ্ঞাসকল) বর্তমানেও খ্রীষ্টিয় জীবনে প্রযোজ্য। কিন্তু এটি সত্য নয়! আজ্ঞার একটি উদ্দেশ্য ছিল- পাপ হতে বিরত রাখার, ঈশ্বরের প্রজাদের সংরক্ষণ করে রাখা এবং তাদের এক পরিত্রাতার দিকে নির্দেশ করার। প্রভু যীশুর আগমনের পর বিধি ব্যবস্থার আর প্রয়োজন নেই! আমরা ঈশ্বরের প্রতি, তাঁর বাক্যের বাধ্য হয়ে আমাদের বিশ্বাসের প্রদর্শন করে থাকি; আর তাঁর আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করেন- এর জন্য আমরা বিধি ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে থাকি না, যা



কখনো পারে নি এবং বর্তমানেও আমাদের পরিভ্রাণ করতে অসমর্থ। ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা পালনের দ্বারা আমরা তাঁর সম্মুখে ধার্মিক বা নিখুঁত হতে পারি না।

০ ইব্রীয় ৮ ৭-১৩, ইব্রীয় ১০ ১

- তৃতীয় ভুল- আমরা যে ভাবে চাই সেভাবে করতে পারি কারণ আমরা ব্যবস্থার অধীন নই কিন্তু অনুগ্রহের অধীন: এই ধরনের ধারণাও ভুল - যে আমাদের ক্ষেত্রে কোন আজ্ঞা প্রযোজ্য নয় আর তাই আমরা যা খুশী তাই করতে পারি, কারণ ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করে থাকেন। প্রভু যীশু মোশির আজ্ঞা সকল পূর্ণ করে আমাদের এক গুচ্ছ নতুন নিয়ম দিয়েছেন যা আমাদের পালন করতে হবে। এই আজ্ঞাগুলি পালনের দ্বারা অবশ্য আমরা পরিভ্রাণ লাভ করি না, কারণ কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমরা ধার্মিক হিসাবে গণিত হই। অবশ্য যে আজ্ঞাগুলি নতুন নিয়মেও উল্লেখ করা হয়েছে তা আমাদের নতুন নিয়মের শর্ত সাপেক্ষেই দেওয়া হয়েছে। যদিও পুরাতন নিয়মে পাপ স্থলনের জন্য পশু বলিদান করা হতো, তথাপি পাপকে হালকা ভাবে নেওয়ার জন্য তাদের ভৎসনা করা হতো। বর্তমানে আমরা যখন অনুতাপ করি তখন আমরা ক্ষমা পাই। যখন আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে পাপ করি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহকে হালকা ভাবে নিই তার অর্থ আমরা অনুতাপ করি নি।

০ ১ যোহন ৩:৯, ১ যোহন ৫:১৮, ইব্রীয় ১০ ২৬, রোমীয় ৬:১-২

- ❖ **উপসংহার:** খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে ঈশ্বরকে জানা এবং তিনি আমাদের কাছ হতে কি প্রত্যাশা করেন তা বোঝা আমাদের আনন্দজনক কর্তব্য। ঈশ্বরের চুক্তি আমাদের পাপ হতে মুক্ত করে তাঁর সাথে সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করায়, যেখানে আমরা ভালবাসা, সুরক্ষা, প্রতিরোধ করার শক্তি এবং আশীর্বাদ লাভ করি! নতুন নিয়ম আমাদের শিক্ষা দেয় আমরা কে, কিভাবে আমাদের ঈশ্বরের অনুসরণ করা উচিত, এবং বর্তমানে বাইবেল আমাদের কাছে কি অর্থ বহন করে। এটি পরিভ্রাণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংক্ষিপ্তসার:

- ❖ চুক্তিগুলি হলো ঈশ্বরের এক পদ্ধতি যা তিনি আমাদের সাথে তাঁকে যুক্ত করার জন্য এবং সেইসাথে নিজ প্রজাদের মুক্ত করতে এবং গৌরবান্বিত করতে মনোনীত করেছেন। ঈশ্বরের সাথে আমাদের নতুন সম্পর্ক যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে স্থাপিত নতুন নিয়ম দ্বারা নির্ণীত হয়।
- ❖ প্রথম যে চুক্তিটি স্থাপিত হয় তা হলো ঈশ্বর এবং নোহের মধ্যে স্থাপিত চুক্তি, যেখানে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি আর কখনো বন্যা দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস করবেন না।
- ❖ অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবের সাথেও ঈশ্বর চুক্তি করে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে সমস্ত পৃথিবী তাদের বংশের মধ্যে দিয়ে আশীর্বাদ লাভ করবে। অনুরূপ চুক্তি সকল মোশি এবং দায়ূদের মাধ্যমে স্থাপিত হয়েছিল।
- ❖ আমরা এখন নতুন নিয়মের নীচে বাস করছি যার দ্বারা আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক বলে গণিত হই।



প্রশ্ন দ্বারা প্রতিফলন ১. ২.

১.

চুক্তির শর্ত অনুসারে ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্কের দিকটি বিবেচনা করুন। আপনাকে যদি এই সম্পর্ক সম্বন্ধে কাউকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয় তবে চুক্তির প্রতিজ্ঞা, শর্ত, চিহ্ন এবং তাঁর সাথে যে বলিদান যুক্ত রয়েছে সে সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?

২.

ঈশ্বর কি আপনার জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আপনার সাথে ব্যবহার করেছেন? উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, এমন সময় কি আপনার জীবনে গেছে যে সময় তিনি আপনাকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন, অথবা আপনাকে নিয়মানুগ করেছেন বা শিক্ষা দিয়েছেন অথবা অনুরূপ কোন বিষয়? তার থেকে আপনি কিভাবে উপকৃত হয়েছেন? খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য বর্তমানে নতুন নিয়মের সাথে পুরাতন নিয়ম অধ্যয়ন করাটা গুরুত্বপূর্ণ কেন?